নির্জন সংলাপ

(১৯৪৭)

রচনাকাল

নিশিনাথ সেন

নাভানা

৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ কলিকাতা-১৩

প্রকাশক : শ্রীগোপালচন্দ্র রায়

নাভানা

৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ,

কলিকাতা-১৩

মুদ্রক : শ্রীগোপালচন্দ্র রায়

নাভানা প্রিণ্টিং ওআর্কস্ প্রাইভেট লিমিটেড

৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ কলিকাতা-১৩

কৃত্তিবাস কবি গোষ্ঠীর উদ্দেশ্যে

অবচেতনে ১
ছবি ২
১৯১২ সালের শীতের কবিতা ৩
প্রতিবিম্ব ৫
অচেনা ৬
নার্সিসাস ৭
নিরাকুল প্রচণ্ড ৮
স্বর্গত্যাগী ১১
হাওয়া ১২
রুচিরাকে ১৩
স্মৃতি ২২

সূচীপত্র

নির্জন সংলাপ ২৪
বস্তুতঃ আঁধার বলে কিছু নেই ২৪
তবু আঁধার হবে না সব ২৬
সেই কেন্দ্রে প্রতিনিয়ত ২৭
পৃথিবীতে অন্ধকার বড় অনিশ্চিত ২৮
আলোকের দিকে ২৯
জল : মাছ : অ-শঙ্খ চিল ৩০
নামহীন একটি কবিতা ৩১
জ্যোৎস্না : পতঙ্গ : ঝড় ৩২
কবিতা ৩৪
বিশ্বশান্তির স্বপক্ষে ৩৬

নির্জন সংলাপ

অবচেতনে

আমার অবচেতনে কে যেন আচ্ছন্ন দিনরাত
ফাল্গুনী স্বপ্নের বৃত্তে। হাওয়া ঠিক নয়
অথচ হাওয়ার মত দুরন্ত কি যেন সারারাত খেলা করে
বিছানায়। আমি তাকে ভালবাসি। কথা বলি। চুষে চুষে
শুষে নিই রোজ
এবং প্রতিটি শব্দ ঘুমের অতল থেকে নির্বিকার প্রাণ
পেতে শুনি
এবং জ্যোৎস্নার মত স্বাদ পেয়ে তৃপ্তি পাই—জ্যোৎস্না-
স্বাদে সে কী তৃপ্ত আমি !
ঘুম শেষে দেখি—
বিছানায় কী মমতা ! কী মমতা বিছানায় এবং শরীরে !

ছবি

পৌষের সকাল
মাথার উপরে এক রাজ্‌হাসের বড় ডিম লাল
কুয়াশা-পর্দায় ঢাকা দিগন্তের সীমান্তের সব তটরেখা
দূরতর পিপ্পল পিপুল কিম্বা পিয়ালের সে বন অদেখা
অদেখা ফিঙের ডাক দূর থেকে ভেসে আসে অদূরের শিরীষের
শিরালার নির্জনতা থেকে
এসময়ে আজ দুগ্ধ-ফেন-সন্নিভ শয্যায় সব ঘুম রেখে
তন্দ্রা মাখা রক্ত-লাল শ্রান্ত ক্লান্ত দুটি চোখ দূর পথে হেঁটে
চলে যায়…

শীতের প্রত্যূষ

বহুদূর প্রসারিত যোজন যোজন বেয়ে শালবন শাল
পাশাপাশি হেঁটে চলে তালে তালে রেখে তারা তাল
বনের ভিতর
কখনো মন্থর
কখনো বা আরো কিছু দ্রুত
ওদের কথিত কথা মাঝে মাঝে সেওতো অশ্রুত।
ওরা গান গায়, হো হো করে অট্টহাসে
তুড়ি দিয়ে কখনো বা সুন্দর কোরাস
করধ্বনি সহ গেয়ে আসে।
কখনো বা রাজনীতি পৃথিবীর ইতিউতি কোথায় কি চলে
ওরা বলে,
ওরা বলে কেনেডির হত্যা
তাইতো অগত্যা
রাষ্ট্রপতি নতুন জন্‌সন
আবার, কে জানে তার কি রকম মন!
ওরা বলে
বলে আর চলে
মাঝে মাঝে কথায় হারায় কোথা এ ওর গায়ের 'পরে ঢলে
ওরা চলে আর দেখে, কত রঙ ফুল
শিরীষ শিরালা কিম্বা শিমুল পারুল শিয়াকুল।
কিছু দূর পর
রৌদ্রের রঙের মত সুবিশাল চর

'এটাই তাহলে দামোদর' !
একসাথে দ্রুত বলে ওঠে
রঙিন গোলাপী কালো পান খাওয়া লাল রঙ ঠোঁটে
কথাগুলো লুটোপুটি খায়
তখন বনের শীর্ষে—সুদূরের সূর্যও তাকায়
আর দেখা যায়
প্রভাতের সে ঝিল্‌মিল হাসি
নদীর বালিতে রাশি রাশি
পড়েছে ছড়িয়ে
তাদের এড়িয়ে
দল বেঁধে ওরা হেঁটে যায়
ওদেরও গায়ের রঙ উজ্জ্বল রৌদ্রের রঙে মসৃণ চিক্‌চিক
জানো ! আজ ওদের পিক্‌নিক ।

প্রতিবিম্ব

নদীটার পাশে ছোট বন
পাশের শহর থেকে সেখানে দু'জন
শাদা নীল ত্রিদিব-তপতী
এক্‌জন কী সুপ্রশান্ত ! অন্যজন পাখ্‌না মেলা কী চঞ্চল
লঘু প্রজাপতি ।
বিকেলের স্বাদু স্বাদু হাওয়া পেয়ে তৃপ্তি পেতে চায়
তাই তারা যায়
সেখানে নদীর পাড়ে, শান্ত হয়ে ব'সে—
একলক্ষ কথা কয়—মৃদু, অট্টহেসে
মাথা রেখে পরস্পর সুপ্রশস্ত বুকে ও ঊরুতে ;
পরিশ্লেষে তৃপ্তি পায় পর্বাস্ফোট ভালো লাগে চুলে
মৃদু চাপ ভালো লাগে
ভালো লাগে হাত রেখে কপালে ভুরুতে ।

এবং তাদের—
এসবের প্রতিবিম্ব জলে :
যে জল তখনও মৃদু ঢলে
যে জলে তখন পাকা সূর্যের তির্যক পুরো ছায়া
যে জলের রঙ নায়িকার লাল শায়া ।

অচেনা

লোহার রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে মেয়েটি :
ছিমছাম দেহ
আর নেই কেহ
আশে পাশে ;
কথা ভাসে
কিন্তু, মনে মনে
নিঃসীম শূন্য নির্জনে।
বয়স কতইবা হবে !
ঊনিশ, একুশ কিম্বা বাইশের কম
স্বপ্ন দেখে প্রতিদিন রঙিন রেশম।
লোহার রেলিং ধরে ভাবছে মেয়েটি :
মেডিকেল কলেজের কোন এক নির্মল ছেলেকে,
কিম্বা অন্য কারো, কিম্বা অন্য···
৬।৭ বার ঝাপ্‌টা দেয় কী চঞ্চল পাখ্‌না মেলা মন ;
স্বপ্ন দেখে দূরতর দারুচিনি এলাচের বন
বাড়ী—গাড়ী—গান—
অকস্মাৎ শব্দ এলো—শব্দ এলো, কোন এক অচেনা গলায়-
কে যেন ডাকলো তাকে—
'মিলি ! এই মিলি শোন্।'

নার্সিসাস

মাথার উপরে ঝিলমিল রোদ্দুর
নীচে একস্থানে কিছু ভিড় গোলাকারে
সেইখানে দেখি সে হাওয়াটি পরশুর
রাত দেড়টায় তন্দ্রায় দেখি যারে—

রাসবিহারির মোড়েও দেখেছি তাকে
গাঢ় অঞ্জন গড়ায় দু'চোখ বেয়ে
টেগোর ক্যাসেল স্ট্রীটেই কোথায় থাকে
ঐ পথে ফেরে গুন্‌গুন্‌ গান গেয়ে।

সে হাওয়ার মুখ নার্সিসাসের মত
বুকে তার জোড়া জ্ঞান বৃক্ষের ফল
সৃক্কণী লাল সূর্যাস্তের আভা
হৃদয়ে ঔর্ব্য এততেও নিষ্ফল।

বাঁধানো মেঝেয় পাতা দুখানা কাঠের
পিঁড়ি,
এক
দুই
তিন
চার
পাঁচ
ছয়
পর পর ভেঙে ভেঙে সিঁড়ি
তারা নেমে আসে
দোতালার থেকে—
অনক্ষত চৌকাঠ পেরিয়ে
অনীপ্সা সত্ত্বেও উভয়ের ;
স্বগতোক্তির মতই বলে :
মাথাটা ধরেও আছে ঢের—
নিরাকুল প্রচণ্ড নামের
প্রবাসী পুরুষ আগন্তুক ;
দু'দিনের অলৌকিক সুখ
পেতে চায়। তাই
নির্জনে আপাত স্বাদু গল্পের মত্ততা ভালবাসে
মাতানো মাতাল গান আপাতত কিছু ভালবাসে
ভালবাসে তার মন কোন একজন
নতুন কবির লেখা : এই হাত ছাড়

পাশের ঘরে মা রয়েছেন—
ইত্যাদি ইত্যাদি……
কবিতার পাঠ
ভালবাসে হৃদয় লোপাট।

তবু মার ডাক শুনে নাব্‌তে
হলো—
দেয়ালের চিড় বেয়ে সোনালী সূর্যের মিহি আলো
চোখে পড়ে গেছে
সোজা, ইতিমধ্যে একবার
অনিতার মার ;
বললেন : বেলা হলো কত
স্নান সেরে খেয়ে নাও তারপর গল্প ক'রো ফের
'মাথাটা ধরেও আছে ঢের
তাছাড়াও ক্ষুধা নেই বেশ'
আলুথালু কথা বলে, স্নান সেরে নেয় তোলা জলে
চন্দন সাবান মাখে নিবিড় আরামে
এবং……এবং—
পরবর্তী দৃশ্য শুরু খাবার থালায়
কাঠের পিঁড়ির পরে মুখোমুখি উপবিষ্ট তাদের দু'জনে
দেখা যায়

এ দৃশ্যের অবশেষে দেখি আগন্তুক
একা একা উঠে দোতালায়
কী এক অপেক্ষমান মৌচুষকী পাখী হয়ে যায় !
একটু পরেই, অনিতার আগমনে
প্রারম্ভিক বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারের আলাপের ফের

দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু
হয়।

এখন হয়তো তারা নানাবিধ লঘু্ গুরু গল্পে ভরপুর
এখন তাদের সাম্‌নে অনেক অনেক প'ড়ে ফাজিল দুপুর॥

কিছু প্রেম কিছু প্রীতি কিছু ভালবাসা
বর্ষা বিরামহীন চৈতালী সন্ধ্যা আর শীতালী দুপুর ফেলে আসা
ভাসে মনে
ক্ষণে ক্ষণে
এককালে ছিল যাহা আমাদের অতীত জীবনে !
কিছু কিছু দক্ষিণের হাওয়া
কড়ি দিয়ে তরী চড়ে ধীরে ধীরে বাওয়া
তারপর পাওয়া ;
কিম্বা কোন বর্ষারাতে একা একা অভিসারে যাওয়া

সঙ্গোপনে
এককালে ছিল যাহা আমাদের অতীত জীবনে !
কিছু প্রেম কিছু প্রীতি কিছু ভালবাসা
আদিম পিতার সঙ্গে ইভের কাহিনী সর্বনাশা,
তারি লাগি
স্বর্গত্যাগী,
সেই পুরা প্রেম প্রীতি আর ভালবাসা
ভাসে মনে
রাত দিনে
এককালে ছিল যাহা আমাদের অতীত জীবনে !

হাওয়া

স্বেদাক্ত শরীরে হাওয়া কে-না ভালবাসে ?
তুমি আমি সকলেই—ও যারা শরীরী,
শক্তিমান রোচিষ্ণু পুরুষ
তাদেরই মতন
অবশেষে ওপাড়ার পঁচিশি যুবক
কোন এক, অচেনা হাওয়াকে
ভালোবাস্‌তে বাস্‌তে গিয়েছিল কিছু দূর
এবং হঠাৎ ফিরে, দাঁড়িয়েছিল সে
অকস্মাৎ, অকস্মাৎ পান ক'রে গাঢ় লাল সিঁথির সিঁদুর

রুচিরাকে

ভুলে যাও সব ফেলে-আসা দিনগুলি
রঙ-বেরঙের রোদ্দুর দিয়ে মোড়া ;
সামনে তাকাও সব পশ্চাৎ ভুলি
ভুলে যাও সব মাৎলামি চুলছেঁড়া—

সেখানে দ্রাক্ষা ক্ষেতের সীমানা নাই !
মহুয়া মাতাল মেয়েদের ঢলাঢলি ;
ব্যর্থতা নাই, ঈর্ষা হিংসা তা-ও,
রাজনীতি, নাই, এতটুকু দলাদলি !

সে এক নতুন স্বপ্নের মহাদেশ
রুচিরা, তোমার কল্পনা দিয়ে গড় ;
অবাস্তবের স্বর্ণালী পরিবেশ
বাস্তব থেকে ঢের বেশী প্রিয়তর।

হ্যালো !
কি হ্যাঁ, কবিতা পাঠাবো ?
কিন্তু শোন,
টেলিফোন হাতে নিয়ে কিছু কথা বলি
ভালো কিছু কথা আন্তরিক :
আমার কি আর
মোটেই কবিতা আস্‌ছে ? কেননা···কেননা···

নদীর কিনারে
আমার তরণী এসে থেমে গেছে কবে।
হৃদয়ের টবে
সারি সারি ভিনদেশী গোলাপের চারা,
কী নিবিড় তারা!
যদিও, যদিও—
সুস্নিগ্ধ সুগন্ধ আছে তাতে,
কবে বা কখন, দিবসে না রাতে? সেই তরী বাওয়া হবে ফের
আমার শখের
না—না—আমি জানিনা জানিনা।

সেই তরী বাওয়া হবে, বুঝি
তহবিলে পুঁজি
মজুত, মজুত আছে ঢের
মৌন হৃদয়ের।

তবুও যে তারা
রিক্ত, সব হারা
আপাতত, যায় নাকো অগণ্য অতনু সংখ্যা পর পর গোনা
আপাতত, মন আর মননের থেমে গেছে রেশমি জাল বোনা।

সেদিন দেখেছি চক্ষে তোমার বক্ষের কলরোল
সেদিন দেখেছি হৃদয়ে তোমার গোপনীয় কথকতা
এবং দেখেছি অবিরাম সে-কী নির্বাক সোরগোল
এবং দেখেছি মরমে তোমার পরম আত্মীয়তা

আমার জন্যে, মনোঅরণ্যে এবং হারিয়ে গেছ
জানিনা, তাই কি ? জানিনা জানিনা, সেকথা জানিনা আমি ;
অসীম শূন্যে মায়াবী জাহাজ সেদিন দিয়েছ ছেড়ে
সে জাহাজ তবু চেয়ে চেয়ে দেখি এখনো অ-দূরগামী।

প্রশ্ন করেছ বার বার তুমি নিজের মনের কাছে
একসাথে হেঁটে চলা কি যায়না হৃদয়ের হাত ধরে ?
কী সামুদ্রিক সন্তর্পণে ভেবেছ সে সব কথা !
চিড় খেয়ে যায় গোপনীয় সেই হৃন্ময় সুর পাছে।

৪

আর কতদিন আমি নিরক্ষর বসে থাকি বলো ?
এসোনা এবার—
মুখোমুখি কিম্বা পাশাপাশি
নিবিড় আরামে ব'সে, হৃদয়ের সমস্ত সোহাগ
হৃদয়ের চোখে মুখে ঢেলে দেওয়া যাক্।

৫

আমি
হৃদয়কে, হাতে করে তুলে দেবো। বলো,
তারও বেশী কিছু যদি চাও ;
বিনিময়ে প্রাণ থেকে উদাসীন ভালোবাসা দাও

৬

এদেশের অনেকটা দূরে তুমি তো এখন
সুনির্জন

মন নিয়ে রয়েছ সুস্থির
দৃঢ়তার এটাই নজীর—
এ-তোমার তবুও নিশ্চিত
ক'দিনের মান
শেষ করে দিয়ে গেছে বেয়ে চলা বিহারী শাম্পান।

এ আমার,
তুমিই মোহন ডাকু শূন্য করে দিয়ে গেছ সাজানো এ সোনার
খামার
কবে !
বাগানের ফুলগুলি তোমায় দিয়েছি নিতে তুলে
ভুলে ;
তাইতো সংশয়
হয়
হয়তো নীরব তুমি দূর থেকে জানিয়ে দেবেই কবে—ইতি,
তাই আপাতত
ন যযৌ ন তস্থৌ এখানে আমার অবস্থিতি।

৭

···বেশ কিছু দিন হলো তুমি
আমার উপর রাগ করে···

তাই স্বাভাবিক
কেননা দাম্ভিক
আপাতত তুমি হয়ে গেছ
হয়তো বুঝেই কোন ভুল ;

পৃথিবীতে উপস্থর, মেলাটা যদিও অনুকূল
অনুরোধ :
সচেতন রেখো যেন বোধ।

কেননা পরেই
খেই
হারিয়ে হারিয়ে যেতে পারে
দোষ দেবে কারে ?

এখন সকাল
কর অনুভব
নব্
ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দাও বেতার যন্ত্রের মনে মনে
এখনো সময় আছে—সকালে, নির্জনে।

দেখ
তুমিও শুনতে পাবে, আমারি মতন
নিবিড় অতল থেকে অচেনা স্থরের মিহি গান :
এ গাঙেই বেয়ে যাও বেয়ে যাও মাঝিরে শাম্পান।

৮

ম্যাজিক মনে হয় তোমাকে আজকাল
ঘুমের মত নেশা ছু'চোখে ঝরে যায়
আড়ালে যদি রাখো নিজেকে এতটুকু
হতাশা ছুটে আসে। করুণ চোখে চাই

তুমি তো নিয়তই অমনি বলে থাকো
আঁচলে হাত মোর আল্‌তো করে চেপে

হয়েছে কি তোমার অমন কেন চাও ?
হাতের মাঝে হাত হারিয়ে তাও যাই !

বিজনে আমি বলি উদাসী সুরে এক
বড় যে ভয় হয় হাতের মাঝে তাই ;
হৃদয় জুড়ে পুরো তোমাকে কাছে পেয়ে
বাউল হয়ে আমি হারিয়ে যেতে চাই ।

৯

'ঈশ্বরী'কে জড়িয়ে জড়িয়ে
ধরে
হৃন্ময় সমুদ্র হই, স্বপ্নে । কিন্তু রোজ
অণুতে তনুতে চলে রাজকীয় ভোজ
প্রতি রাত্রি দিন
অথচ তুমিতো জানো বড় একা বড় সঙ্গীহীন
আপাততঃ, এদেশের একপ্রান্তে আমি
যেহেতু তুমিই সেই একা অন্তর্যামী ।

১০

তুমি যেন স্বর্গে আজ ভুলে গেছ মাটি
অতীতের স্মৃতিপুঞ্জ, বেদনার বহ্নিবন্যা, মোহাঞ্জন শূন্য আজ
সব পরিপাটি
ভুলে গেছ আমাকেও—যে ছিল তোমার চির অমৃত প্রতীক···

···আমি—তুমি—সবকিছু
আমাদের মেলামেশা,

দ্রুত—

হলো সমাপন ;

রুচিরা ! তোমার, ইতিমধ্যে শুরু হলো নতুন মার্গণ ।

তারপর তোমাদের নতুন জীবন

শব্দের গতির মত নিঃশব্দে পেরিয়ে যায় কবে বা কখন

১

২

৩

৪

৫

৬

৭টা বছর

স্পন্দমান জীবনের স্বচ্ছন্দ জোয়ারে পড়ে চর ।

সব শখ শেষ হয়ে গেছে—

সব মোহ মুক্ত আজ তুমি

আর সেথা সফেন সমুদ্র বেঁচে নাই—

সযত্ন প্রয়াসে মেলে অর্ধসিক্ত ক্ষুদ্র সূক্ষ্মবালি

সব ডিমে তা দেওয়া হয়েছে দেখা যায়—

স্বচক্ষেই শরীরের ঊর্ধ্ব পানে চাও—চেয়ে দেখ,

যৌবনের তহবিল তাও আজ খালি ।

১১

স্বপ্ন ঠিক নয়

অথচ স্বপ্নের মত কি যেন দেখেছি কাল রাতে-

চৌরঙ্গী রোডের কোন দোতালার ঘরে
কিম্বা দূর গ্রামান্তের সুনির্জন ভুঁয়ে
তোমার একটা নীল লাস পড়ে আছে।
পাশে পড়ে শাদা খাম, অসমাপ্ত, কি যেন রয়েছে লেখা
একসাথে সাত পা হাঁট্‌লে বন্ধু হওয়া যায় লোকে বলে
আমরা তো এক সাথে অনেক অনেক হেঁটে গেছি
জ্যোৎস্না রাতে, অমৃতের বিচিত্র পাহাড় ভেঙে ভেঙে
তবুও যেহেতু—
আমাদের সে সম্পর্ক বন্ধুত্বের সীমাছেড়ে হলোনা অসীম
অতএব হে ঈশ্বর তুমি···।

স্বপ্ন ঠিক নয়
অথচ স্বপ্নের মত কি যেন দেখেছি কাল রাতে—
উড়ুক্কু আত্মার মত ঝট্‌ করে তুমি চলে গেছ সীমাহীন!

১২

আজকাল স্থপতির অস্ত্র দিয়ে নিজেকেই খুঁড়ি
অবিরাম আমি কবিতার কথা ভাবি
তন্দ্রার আবেশে—
চোখ বুজে পড়ে থেকে, মননের মধ্য দিয়ে ঘুরি
পরিচিত মানুষের চোখে মুখে মনে,
প্রশান্ত বিজনে, যথারীতি—
কী চেনা সুরের মত নির্জন তোমার সেই স্মৃতি
মনে পড়ে, নিবিড় নীরবে—
এইখানে এতলোক স্নায়ুর গভীরে তবু শান্ত অনুভবে
আমাকেই বিচলিত কর, প্রতিদিন :

একটা মানুষী-মন—সে এক নতুন আলো, হিরন্ময়
আলোকের অস্ত্রে করে লীন
আমাকে। এবং
বহতা আলোর নদী ক্রমব্যাপ্ত হতে—হতে—হতে—
আলোকিত করে চতুর্দিক
নিমেষেই। মানুষের, শরীরের চিরন্তন, সুনির্জন যন্ত্রণার
মত স্বাভাবিক।

স্মৃতিরা আমার প্রগাঢ় ব্যথার মত
আপন মনের গভীর গহনে নিঝুম কার্যে রত
নিবিড় নিবিড় ঢেউগুলি জেগে ওঠে
জেগে ওঠে যত বিগত দিনের ব্যথাতুর চিন্তারা
অথচ, এখন সামনে আমার সূর্য চন্দ্র তারা ;

স্মৃতিই আমার অতীতকে বয়ে চলে
স্মৃতিই আমায় অতীতে পাঠায় ডুব দিয়ে কোন তলে
স্মৃতিতেই আমি ফিরে পাই যত অতীত চিরন্তন
ফিরে পায় মোর মন,
সেদিনের যত স্বপ্ন মাখানো বাস্তবতার কথা
আকাশ কুসুমগুলি
পেয়েছে আজকে পেয়েছে সার্থকতা ;

অথচ এখনো সামনে আমার অসীম ভবিষ্যৎ
অথচ নিঝুম-ঘুমের মতন সেখানেও স্মৃতিগুলি
যত দিনই হোক পিছনে পিছনে জের টেনে টেনে রবে
যত দিনই হোক, স্মৃতিরা আমার জাগ্‌বে নিবিড় স্তবে।

কী আদিম যন্ত্রণার মতো নির্জনতা
এখানে সমস্ত দিন, জলের সমান
ঘুরে ঘুরে ঘুরে
পরস্পর নৃত্যরত কোমর-জড়িয়ে।

একজন জল্‌বসন্ত-রোগী
মশারীর মধ্যে বসে। মনের ভিতর
ভাব্‌না এক-আকাশ
আবোল—তাবোল—
এ সময়ে মনে হয়, গোরুর চোখের মতো, পৃথিবীটা গোল।

তোমার সম্বন্ধে যখনই না, আমি ভাবি, মনে হয়
কে যেন তোমাকে একতাল
অন্ধকার ছুঁড়ে
একদিন শেষ করে দিতে গিয়েছিল,
তাই
ব্যথায় বিমর্ষ তুমি। ম্লান তুমি। আর
তোমার প্রত্যঙ্গে দেখি জমাট বিষাদ।
আর ঐ বিষাদ যেন প্রতিমুহূর্তেই দিচ্ছে জগৎকে ছেয়ে
এবং পৃথিবী তিক্ত পিত্তে ক্রমশই
বিষিয়ে বিষিয়ে উঠ্ছে। কিন্তু তুমি শোন
আমার ঈশ্বর!
কবিতা আমার
বিষণ্ণ পৃথিবীটাকে চূর্ণ করে দিয়ে
গড়ে নেবে আর এক্টা, মনোজ নতুন……
যেখানে ভুলেও—
বিষাদ থাক্‌বেনা কিংবা আঁধার থাক্‌বেনা থাক্‌বে শুধু
গ্রীষ্মের পাইন আপেলের মত, স্বাদু
জ্যোৎস্না! জ্যোৎস্না! জ্যোৎস্না—অন্ধকারে॥

বস্তুতঃ আঁধার বলে কিছু নেই জেনো।
দৃষ্টির অভাবে শুধু অন্ধকার দেখা
সুবিশাল পৃথিবীতে।   সকলেই, একা।
প্রকৃত নিবিষ্ট চিত্তে স্তবের মতন ক'রে দেখ
একান্ত গভীরে পাবে পরিচ্ছন্ন আলোকের দেখা।

কোন এক মহাকেন্দ্রে কেন্দ্রিত রয়েছে সব আলো,
মন্ময় দৃষ্টিতে আমি নিরন্তর দেখি।

কোনদিন পৃথিবীটা বিচূর্ণিত হয় যদি! তবু
আঁধার হবেনা সব। আলোক-বর্তিকা
সেদিনেও অন্তরালে অনির্বাণ জ্বলে যাবে প্রকাশ্য সাহসে;
এবং আঁধার—
শাওতাল মেয়ের মত, জ্যোৎস্না-শাড়ী পরে
নেচে গেয়ে যাবে
অবিরাম শব্দহীন ঘুঙুর বাজিয়ে।

কে যেন নিপুণ এক, সমস্ত, আলোকে
নীরন্ধ্র গোপন কেন্দ্রে সরিয়ে রেখেছে।
পা ফেলে মনের হাঁটা, কী নীরবতায়!
আমি সেই কেন্দ্রে প্রতিনিয়ত পৌঁছুই ;
এবং জীবনও, স্থির, কেন্দ্রকে না চিনে
ক্রমশঃ যে কোন দিকে হাঁট্‌তে হাঁট্‌তে হাঁট্‌তে
নির্দ্দিষ্ট বিন্দুতে অতি অবশ্য পৌঁছয়,
সেই বিন্দু—প্রস্ফুটিত, বিশিষ্ট আলোক।

প্রাকৃতিক নিয়মেই সর্বত্রই দেখি
সাময়িক অন্ধকার ঘুরে ফিরে আসে।

পৃথিবীতে অন্ধকার বড় অনিশ্চিত,
নতুন শিশুর কোন অভ্যাসের মত
স্বাভাবিক আসে। আর, ক্রমে চলে যায় ;
তাছাড়া আরেক্‌টা গুহ্য কী যেন আবেগে
পৃথিবী অন্ত্রের থেকে সেই সে আঁধারে
ক্রমশই সন্তর্পণ জানায় বিদায়।

মৃত্তিকা-যোনির গর্ভে অন্ধকার আছে
প্রতিটি ভ্রূণের বাসস্থান সেইখানে
অস্থায়ী। ব্যত্যয় নাই, এর কোন দিন।

কারণ তাদের তীব্র আলোর পিপাসা
আঁধার চৌচির করে কী ক্ষিপ্র আবেগে
অনন্ত আলোর কেন্দ্রে সমাসীন হয়।

এম্নি করে আলোকের দিকে চিরকাল
সারাক্ষণ, কী নির্জন মৌন অভিসার ;
জীবন, প্রতিটি অণু এবং সবার।

জল : মাছ : অ-শঙ্খ চিল

জল—জল—জল—
জলে যেন ভেসে আছে অগনন মাছ
তাই দেখে মহাশূন্যে অ-শঙ্খ চিলের মহানাচ।

মাছ : নিয়মের থেকে জাত বা না জাত জীবদল
জল : সেতো আমাদের পরিচিত এই ভূমণ্ডল।

অনাদি কালের থেকে আজো নিরন্তর
অশব্দ ছোঁ মারে
ঐ অ-শঙ্খ চিলে ;
গড্ডলিকা প্রবাহেই তাই
তুমি আমি সকলেই নিশ্চিত মিলাব একদিন
অফুরান মৃত্যুর মিছিলে।

একদিন, এই পৃথিবীতে আমি থাক্‌বনা। সেদিন
পৃথিবীর মানুষেরা ভাবতেও পারে :
জানিনা কেমন করে ভ্রূণেরা হারিয়ে যায় আলোর ভিতর
থেকে আলোর ওপারে ;
সেইদিন ও
পৃথিবীর মানুষেরা পৃথিবীতে বেঁচে
ভাদ্রের সারাটা মাসে দল বেঁধে ভাদু নিয়ে নেচে
গেয়ে যাবে,
গ্রামীন কবির গুরুচণ্ডালী-ভাষার কিছু গান :
মেরোনা মেরোনা রাজা মেরোনা এমৃগ দেহে হীরার কুচির
মত বান
কিম্বা, সেইদিনও কোন পুরুষ পরুষ কণ্ঠে নারী সেজে গাবে
আর—
দোতালার অনূঢ়ার জানালার ফাঁক দিয়ে হাততালি পাবে।

একদিন, এই পৃথিবীতে আমি থাক্‌বনা। সেদিন
পৃথিবীর মানুষেরা সব
আধবুড়ো
প্রেমিক মৃত্যুর কাছে নির্দ্বিধায় মেনে পরাভব—
এখন যেমন
নিস্তনী এ পৃথিবীর স্তন
হেমন্তের সকালের স্নায়ুরঙ নিটোল শিশির
ক্ষণস্থায়ী,
আলোর ভিতর থেকে আলোর ওপারে যেতে করে যাবে ভিড়॥

সেদিন ঝড়ের রাত। অন্ধকার ঘরে আমি একা শুয়ে আছি
নির্জন দুপুর রাতে অতনু জ্যোৎস্নার যেন পদধ্বনি শোনা যায়
বিছানার অতি কাছাকাছি—
নিমেষ পরেই ওঠে কী ভীষণ ঝড়!
অনুভবে পুরোপুরি বুঝ্‌লাম দেহটা প'ড়ে সুন্দর জ্যোৎস্নার এক
দেহের উপর
নিবিড় আশ্লেষে মগ্ন—লগ্ন বুঝে জ্যোৎস্না চন্দ্রাবতী
উপচার এনেছে সে যৌবনের বেনোজল—রতি
সঙ্গে তার, কী ক্ষুধার আবেগ প্রবল!
সে আবেগে পল্বলে পল্বল
মিশে, দ্রুত ঘটে ক্ষিপ্র চারু বলাৎকার
ইতিপূর্বে এ জ্যোৎস্নার স্বাদ জানা ছিলনা আমার।

সেদিন ঝড়ের রাতে অসীম জ্যোৎস্নার স্বাদ নেওয়ার ঈপ্সায়
অতনু জ্যোৎস্নার সেই উদ্বেলিত স্তন
অনুভবে পান করে দেখেছি তখন।

সেখানেই শেষ নয়—চলে তারও পর
উধাও করেছে ঝড়, অন্তর্বাস—ঘিয়ে রঙ শিফন কাপড়—
সেই ঝড় দেখে গেছে, এবিশ্বের—প্রকৃতির—সংগ্রামের
মধ্যদিয়ে বাঁচা

সেদিন ঝড়ের রাতে—মনে পড়ে পতঙ্গের প্রকৃতির বুকে চড়ে
নাচা ;
সেদিন ঝড়ের রাত, কি ভীষণ ঝড় !
থেমে গেছে অকস্মাৎ মুহূর্তেই খুঁজে পেয়ে অসীম আকাশ
কিম্বা অনন্ত সাগর ॥

বেলা শেষ হয়ে আসে এখন আঁধার হবে পৃথিবীর রং
তার আগেই চলে এসো এখানে বরং
এখানে নিবিড় হয়ে শান্তিময় সুনীল আকাশ,
বহুদিন হয়ে গেল হৃদয়ে অতিথি হয়ে বাস
করে যাচ্ছ তুমি—
ফসল সবাই চায়, ফসলের উপযুক্ত ভূমি
কোনক্রমে যদি আমি পাই
প্রকৃষ্ট পদ্ধতি মত সন্তর্পণ সময় হারাই।

বেলাশেষ হয়ে আসে এখন আঁধার হবে পৃথিবীর রং
তার আগেই চলে এসো। মুছে দাও হৃদয়ের জং
আলোকের অমল প্রলেপে,
অস্থায়ী এ পৃথিবীতে দুঃখ আর দুঃখ বোধ রেখো নাকো চেপে
কেউ যেন হৃদয়ে নিজের—নিয়তই বল তুমি :
ফসল সবাই চায়, ফসলের উপযুক্ত ভূমি
কোন ক্রমে যদি আমি পাই
সারাক্ষণ কী একান্তে নিজেকে হারাই !

বেলাশেষ হয়ে আসে এখন আঁধার হবে পৃথিবীর রং
তার আগেই চলে এসো এখানে বরং
কারণ, উদ্বেল দেখ দিনান্তের মেঘ
না-কি মেঘ নয় আমার হৃদয়
উন্মাদ হয়েছে আজ বিচূর্ণিত হয়ে মেঘময় !

আরো দেখ তুমি—
ফসল সবাই চায় ফসলের উপযুক্ত ভূমি
আজ শুধু আমারি একার প্রয়োজন—
নির্জন অপেক্ষা করি প্রশান্তিতে সৃষ্টি করে গর্ভের ঘুমন্ত
তপোবন।

বেলা শেষ হয়ে আসে এখন আঁধার হবে পৃথিবীর রং
তার আগেই চলে এসো, চলে এসো এখানে বরং॥

যন্ত্রণায় অন্ধকার পৃথিবীর বুক।
হৃন্ময় অসুখ
আজ এই পৃথিবীকে গেছে পুরো ছেয়ে
নিরাময় হবে না-কি ? হবে না কি মন্দিরের অমেয় আলোর
স্পর্শ পেয়ে ?

যন্ত্রণায় অন্ধকার পৃথিবীর বুক।
হৃন্ময় অসুখ
অমেয় আলোর স্পর্শ পেয়ে
হবে নিরাময়—
অ-বিলম্বে আগত সময়
দুয়ারে অপেক্ষমাণ ; মন্দিরের, সেই আলো মানুষের মনে
সেই আলো তোমার করুণাঘন তৃতীয় নয়নে।

অমেয় আলোর স্পর্শ মুছে দেবে পৃথিবীর যন্ত্রণার সব অন্ধকার
অন্তরের, বাহিরের, তোমার আমার॥